তারিখ ... 22 JUN 2016 ..
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ .....

কালের কণ্ঠ

গোবিন্দগঞ্জে ছাত্র হত্যা

পার্বতীপুর করিমগঞ্জ মুকসুদপুরে আরো ৩ খুন

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে স্কুল ছাত্রকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বাবাকে কুপিয়ে মেরেছে ছেলে। এ ছাড়া গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে চালক ও কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে নারী খুন হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সুমন মিয়া (১২) নামের এক স্কুল ছাত্রকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পূর্ব মীরাপাড়া গ্রামের একটি ধানক্ষেতে কাদার মধ্যে তার মাথা গোজা লাশ পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি। সুমন পূর্ব মীরাপাড়া গ্রামের দিনমজুর মাইদুল ইসলামের ছেলে। সে স্থানীয় মীরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই গ্রামের ইকবাল হোসেন (১৮) ও মংলু মিয়াকে (১৬) আটক করা হয়েছে। পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, গত সোমবার বিকেল থেকে সুমন নিখোঁজ ছিল। বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরদিন মঙ্গলবার সকালে ওই ধানক্ষেতের মধ্যে তার লাশ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) : জমি বিক্রির জেরে পার্বতীপুর উপজেলায় বাবা মোকছেদ আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছেলে আবদুল মালেক। গত সোমবার রাতে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঘাতক ছেলেকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেছেন মা আসমা বেগম। পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, মোকছেদ আলী প্রায়ই নিজের জমিজমা বিক্রি করে দিতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করতেন। গত রবিবার একই গ্রামের এক ব্যক্তির কাছে ৩১ শতক জমি ১২ লাখ টাকায় বিক্রি করেন তিনি। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জেরে সোমবার রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলে মালেক ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি মাহমুদুল আলম জানান, মোকছেদ আলীর মাথায়, বুকে ও পাঁজরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘাতক ছেলেকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

গোপালগঞ্জ : মুকসুদপুর উপজেলায় ক্যারমবোর্ড খেলাকে কেন্দ্র করে বন্ধু ও তার লোকজনের হাতে খুন হয়েছেন হাফিজ শেখ নামের এক রিকশাভ্যানচালক। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সোমবার রাতে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে বন্ধু রাজীবকে ফরিদপুরের রাজবাড়ী এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। তবে এ ব্যাপারে এখনো কোনো মামলা হয়নি। মুকসুদপুর থানার ওসি আজিজুর রহমান জানান, সোমবার বিকেলে উপজেলার ফুলেরপাড় গ্রামে ক্যারমবোর্ড খেলাকে কেন্দ্র করে হাফিজ ও তার বন্ধু রাজীবের মধ্যে কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা হয়। এর জেরে ওই দিন রাতে রাজীব ও তার লোকজন হাফিজের ওপর হামলা চালায়। এ সময় হাফিজ নিজের রিকশাভ্যান চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কিশোরগঞ্জ : করিমগঞ্জে নাদিরা বেগম নামের এক নারী খুন হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার নয়াকান্দি মহল্লাসংলগ্ন জোখাবিলের কাছে একটি পাটক্ষেত থেকে তাঁর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নাদিরা উপজেলার কান্দাইল গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার মেয়ে ও সুধী গ্রামের মহল মিয়ার স্ত্রী। মহল মিয়া রাজধানী ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন বলে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, ওই নারীকে দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। লাশ উদ্ধারের সময় তাঁর দুই হাত একটি কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। গলায় একটি মোটা প্লাস্টিকের দড়ি পেঁচানো ছিল। বোরকা ও সালোয়ার-কামিজ পরা ওই নারীর লাশের পাশেই তাঁর হাতব্যাগ ও জুতা পড়ে ছিল। এদিকে পূর্ব নয়াকান্দি গ্রামের কলেজ ছাত্র মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, নাদিরা তার আপন চাচি হয়। সোমবার বিকেল তিনি মোয়াজ্জেমদের বাড়িতে ইফতার করেন। সন্ধ্যার পর তাঁর এক মামাতো বোনের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে বের হয়ে যান তিনি। এ সময় মোয়াজ্জেম তাকে কিছু দূর এগিয়ে দেয়। ওই ছাত্র আরো জানান, তার চাচি বেশির ভাগ সময়ই কান্দাইল থাকতেন। বেশ কয়েক বছর হলো বিয়ে হলেও তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হতে পারেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ছাড়া এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।